بسم الله الرحمن الرحيم

# লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ২৭ ফাতাহ্, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, তার সম্পর্কে আজ আমি আরো কিছু কথা বর্ণনা করবো। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় নিযুক্ত বারোজন নকীব বা নেতার একজন ছিলেন। তার সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু সায়েদা বংশের সদস্য ছিলেন আর পুরো খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। (তিনি) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে বিশিষ্ট আনসারদের মধ্যে গণ্য হতেন। এমনকি মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কতক আনসার (সাহাবী) খিলাফতের জন্য তার নামই প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থাৎ, আনসারদের মধ্য হতে যে নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল তা ছিল তার নাম। হযরত উমর (রা.)'র যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, মুনযের বিন আমর এবং আবু দজানাহ্ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর নিজ গোত্র বনু সায়েদার প্রতিমা ভাঙেন। মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন বনু সায়েদার বসতিস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, হযরত মুনযের বিন আমর এবং হযরত আবু দজানাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের কাছে তশরীফ নিয়ে আসুন। আমাদের কাছে সম্মান, সম্পদ, শক্তি এবং প্রতিপত্তি রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এটিও নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জাতিতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার খেজুরের বাগান এবং কূঁপ আমার চেয়ে বেশি হবে, অধিকন্তু আমার ধনসম্পদ, শক্তিসামর্থ্য আর জনবলও রয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু সাবেত! এই উটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আদিষ্ট– সে নিজের ইচ্ছায় যেখানে যেতে চায় যাবে।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বনু সায়েদা গোত্রের নকীব বা নেতা ছিলেন। যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, যেসব নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের মাঝে তার নামও ছিল। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ এবং তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন যিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ এবং হযরত আবু যার গিফ্‌ফারী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন, কিন্তু অনেকের এ বিষয়ে দ্বিমতও রয়েছে। ওয়াকদী এটি অস্বীকার করেছেন, কেননা তার মতে মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের পূর্বে সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন আর হযরত আবু যার গিফ্‌ফারী (রা.) তখন মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না, এমনকি বদর, উহুদ এবং পরিখার যুদ্ধেও যোগদান করেন নি, বরং এসব যুদ্ধের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। যাহোক, এটি হলো তার যুক্তি। বলা হয়, অওস এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে এমন কোন বংশ ছিল না যাতে একাধারে চার-প্রজন্ম পর্যন্ত দানশীল বা বড় উদার মনের অধিকারী হয়েছেন, কেবলমাত্র দুলায়েম ছাড়া। এরপর তার পুত্র উবাদাহ্, অতঃপর তার ছেলে সা'দ, তারপর হয়েছে তার ছেলে কায়েস। দুলায়েম এবং তার বংশের বদান্যতা সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো সংবাদ বিখ্যাত ছিল। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় তশরীফ নিয়ে আসেন তখন সা'দ মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রত্যহ একটি বড় পাত্র প্রেরণ করতেন যাতে 'সরীদ' অর্থাৎ মাংস ও রুটির মিশ্রণে রান্না করা (খাবার) অথবা দুধ দিয়ে

বানানো ‘সরীদ’, অথবা সিরকা ও জলপাই দিয়ে বানানো ‘সরীদ’ অথবা চর্বি দিয়ে বানানো (‘সরীদ’) এর পাত্র প্রেরণ করতেন আর বেশিরভাগ সময় মাংস দিয়ে বানানো সরীদের পাত্রই পাঠানো হতো। সা’দ (রা.)’র পাত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের বাড়িতেও ঘুরতে থাকত। অর্থাৎ এই খাবার (তাঁর) স্ত্রী’দের জন্যও আসতো। কতক রেওয়ায়েত এমনও আছে যা থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে এমন দিনও অতিবাহিত হয়েছে যখন কোন খাবারই থাকত না। এর অর্থ হলো- তিনি (অর্থাৎ সা’দ) প্রতিদিন নয়– অধিকাংশ সময় প্রেরণ করতেন অথবা কেবল প্রথম দিকে পাঠাতেন আর এটিও হতে পারে যে, মহানবী (সা.) স্বীয় বদান্যতার কারণে, দরিদ্রদের প্রতি খেয়াল রেখে অনেক সময় সেই খাবার দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন অর্থাৎ অতিথিদের খাইয়ে দিতেন– তাই নিজের বাড়িতে আর কিছুই থাকত না। যাহোক, আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)’র বাড়িতে অবস্থান করেন তখন তাঁর সমীপে কোন হাদীয়া বা উপহার আসে নি। প্রথম যে উপহার নিয়ে আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলাম তা হলো, একটি পেয়ালা বা পাত্র, যাতে গমের রুটির ‘সরীদ’ ছিল অর্থাৎ মাংসের ‘সরীদ’ আর দুধের ‘সরীদ’ ছিল– আমি তা তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করি। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা এই পাত্রটি আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ এতে বরকত সৃষ্টি করে দিন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের ডাকেন আর তারাও এথেকে আহার করেন। তিনি বলেন, আমি কেবল দরজা পর্যন্তই পৌঁছি এমন সময় সা’দ বিন উবাদাহ্ (রা.)ও একটি পাত্র নিয়ে উপস্থিত হন, যা তার দাস নিজের মাথায় বহন করে এনেছিল, সেটি অনেক বড় ছিল। আমি হযরত আবু আইয়ূব (রা.)’র দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ি, আমি দেখার উদ্দেশ্যে সেই পাত্রের ওপর থেকে কাপড়ের ঢাকনাটি অপসারণ করি। আমি তাতে ‘সরীদ’ দেখতে পাই, এতে হাড় ইত্যাদি ছিল, সেই দাস তা তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করে। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমরা বনু মালেক বিন নাজ্জার এর বাড়িতে থাকতাম, আমাদের মধ্য হতে তিন অথবা চারজন প্রতিরাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পালা করে খাবার নিয়ে উপস্থিত হতো। মহানবী (সা.) সাতমাস পর্যন্ত হযরত আবু আইয়ূব (রা.)’র বাড়িতে অবস্থান করেন। সে দিনগুলোতে হযরত সা’দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)-এর (বাড়ি থেকে) প্রতিদিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে পাত্র আসত আর এতে কোন ব্যতিক্রম হতো না। এখানে কিছুটা স্পষ্টও হয়ে গেল যে, প্রথমে প্রত্যহ খাবার আসতো, সাত মাস পর্যন্ত নিয়মিত আসতো, এরপরেও এসে থাকবে কিন্তু সম্ভবত নিয়মিত নয়। এরপর বলেন, এ সম্পর্কে যখন হযরত উম্মে আইয়ূব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মহানবী (সা.) আপনার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন, তাই আপনি বলুন যে, মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় বা পছন্দের খাবার কি ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি কোন বিশেষ খাবারের নির্দেশ দিয়েছেন আর তা তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে বলে আমি দেখি নি আর আমরা কখনো এটিও দেখিনি যে, তাঁর সমীপে খাবার উপস্থাপন করা হয়েছে আর তিনি তাতে ত্রুটি (খুঁজে) বের করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আইয়ূব (রা.) আমাকে বলেছেন, এক রাতে হযরত সা’দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি পাত্র প্রেরণ করেন যাতে ‘তোফায়শল’ (অর্থাৎ এক প্রকার ঝোল বা স্যুপ) ছিল। তিনি (সা.) তা তৃপ্তিসহকারে পান করেন, এছাড়া আমি তাঁকে কখনো এভাবে তৃপ্তি সহকারে পান করতে দেখি নি। এরপর আমরাও মহানবী (সা.)-এর জন্য এটি প্রস্তুত করতাম, যে খাবারই আসতো (ইচ্ছা হলে খেতেন) কখনো এটি বলেন নি, এটি নিয়ে আসো, অমুক (জিনিস) রান্না কর, কখনো (খাবারের) ত্রুটি বের করেন নি, কিন্তু এই খাবারটি (অর্থাৎ ঝোল বা স্যুপ) তার পছন্দ হয় আর তিনি খুবই আগ্রহভরে তা খান বা পান করেন। এরপর সাহাবীরা জেনে গিয়েছিলেন যে, এটি মহানবী (সা.)-এর পছন্দ বা প্রিয়, তাই তারা সে অনুযায়ী (খাবার) প্রস্তুত করতেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য

প্রসিদ্ধ খাবার 'হারীস' বানাতাম যা গম এবং মাংস দিয়ে বানানো হয়– যা তিনি (সা.)-এর পছন্দ ছিল। রাতের খাবারে মহানবী (সা.)-এর সাথে খাবারের পরিমাণ অনুসারে পাঁচজন থেকে আরম্ভ করে ষোলজন পর্যন্ত যোগ দিতেন।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর বাড়িতে মহানবী (সা.)–এর অবস্থানের দিনগুলোর উল্লেখ করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও লিখেছেন যে, সেই বাড়িতে তিনি সাত মাস পর্যন্ত অথবা ইবনে ইসহাকের ভাষ্যানুসারে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। মোটকথা, মসজিদে নববী এবং তৎসংলগ্ন বিভিন্ন কক্ষ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি (সা.) সেই জায়গাতেই (বা বাড়িতেই) অবস্থান করেন। আবু আইয়ূব (রা.) তাঁর সমীপে আহার্য প্রেরণ করতেন আর (তাঁর খাওয়ার পর) যে খাবার ফিরে আসতো তা থেকে তিনি নিজে খেতেন। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) ভালোবাসা ও নিষ্ঠার কারণে সেই জায়গায় আঙ্গুল রাখতেন যেখান থেকে মহানবী (সা.) খাবার খেয়েছেন। অন্য সাহাবীরাও সাধারণত তাঁর কাছে খাবার প্রেরণ করতেন। যেমন তাদের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর নামও বিশেষভাবে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের বাড়িতে তশরীফ নিয়ে আসুন, হযরত সা'দ (রা.)-এর সাথে মহানবী (সা.) তার বাড়িতে যান। হযরত সা'দ খেজুর এবং তিল নিয়ে আসেন এরপর মহানবী (সা.)-এর জন্য দুধের বাটি নিয়ে আসেন, যা থেকে তিনি পান করেন। সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর পুত্র কায়েস বিন সা'দ বর্ণনা করেন, সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন এবং তিনি বলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ অর্থাৎ মহানবী (সা.) গৃহবাসীদের সালাম করেন। কায়েস বলেন, আমার পিতা সা'দ নিচুস্বরে উত্তর দেন। কায়েস বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি মহানবী (সা.)কে গৃহাভ্যন্তরে আসতে বলবেন না? হযরত সা'দ অর্থাৎ পিতা তার পুত্রকে এই উত্তর দেন যে, মহানবী (সা.)-কে আমাদের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি সালাম করতে দাও। মহানবী (সা.) আবার সালাম দিয়ে ফিরে যেতে আরম্ভ করেন। [অর্থাৎ, হযরত সা'দ বলেন, মহানবী (সা.) সালাম দেন, আমি নিচুস্বরে উত্তর দেই যাতে মহানবী (সা.) পুনরায় সালাম দেন আর এভাবে আমাদের বাড়ি আশিস লাভ করে। যাহোক তিনি বলেন, মহানবী (সা.) সালাম করে ফিরে যাচ্ছিলেন] তখন হযরত সা'দ (রা.) তাঁর (সা.) পেছনে ছুটেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার সালাম শুনে নিচুস্বরে উত্তর প্রদান করি যেন আপনি আমাদের প্রতি অধিক শান্তি বা আশিস কামনা করেন। এরপর তিনি (সা.) সা'দ এর সাথে ফিরে আসেন। সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-কে গোসল করার অনুরোধ করলে তিনি গোসল করেন। হযরত সা'দ (রা.) তাঁকে 'যাফরান' বা 'ওরস'-এ রাঙানো একটি লেপ দেন। (যাফরান বা ওরস) ইয়েমেনের অঞ্চলে জন্মানো হলুদ বর্ণের একটি গাছ যা দিয়ে কাপড় রাঙানো হয়। তিনি তা নিজের দেহে জড়িয়ে নেন এরপর মহানবী (সা.) নিজের হাত তুলে বলেন, **"হে আল্লাহ্! তোমার আশিস ও কৃপা সা'দ বিন উবাদাহ্‌র সন্তানদের প্রতি বর্ষণ কর"**। এই রেওয়ায়েতটি হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করতে চান, অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরে যেতে চান এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলেন। হযরত সা'দ নিচুস্বরে বলেন, ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, কিন্তু তা মহানবী (সা.) শুনতে পান নি– এমনকি মহানবী (সা.) তিনবার সালাম করেন আর সা'দ তিনবারই একই উত্তর দেন যা মহানবী (সা.) শুনতে পান নি, তাই মহানবী (সা.) ফিরে যেতে আরম্ভ করেন। (তখন) হযরত সা'দ তাঁর পিছনে পিছনে যান আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি যতবারই সালাম বলেছেন আমি তা

নিজের কানে শুনেছি এবং এর উত্তর দিয়েছি। কিন্তু আপনি শুনেন নি। আপনার কাছে আমার আওয়াজ পৌঁছে নি। আমার বাসনা- আপনার জন্য অজস্র শান্তি এবং কল্যাণের দোয়া করি। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-কে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং খাদ্য হিসেবে কিশমিশ উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) তা খাওয়ার পর বলেন, **'পুণ্যবান লোকেরা তোমার খাবার খেতে থাকুক এবং ফিরিশ্‌তারা তোমার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকুক আর রোযাদাররা তোমার বাড়িতে ইফতারি করবে এমনটিই হোক'**। অর্থাৎ তিনি (সা.) তার জন্য (এই) দোয়া করেন।

আল্লামা ইবনে সিরীন বর্ণনা করেন, সন্ধ্যা হলে কোন ব্যক্তি সুফফাবাসীদের যে কোন এক বা দু'জনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেত। কিন্তু হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আশিজন সুফফাবাসীকে খাবার খাওয়ানোর জন্য নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সময় এমনটি হতো। কিন্তু সুফফাবাসীদের এমন দিনও কেটেছে, এমন রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, তাদের অনাহারে থাকতে হয়েছে। যাহোক, সাহাবীরা সচরাচর এই দরিদ্রদের দেখাশুনা করতেন যারা মহানবী (সা.)-এর দ্বারে পড়ে থাকতেন আর যিনি সবচেয়ে বেশি তাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন তিনি হলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)।

মহানবী (সা.) মদিনায় আসার এক বছর পর সফর মাসে মদিনা থেকে মক্কার রাজপথে 'আবওয়া' অভিমুখে যাত্রা করেন, যা 'জুহফা' থেকে ২৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে মহানবী (সা.)-এর মাতা হযরত আমেনার সমাধিও রয়েছে। (তখন) তাঁর পতাকা সাদা রঙের ছিল। সে সময় তিনি মদিনায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বা আমীর নিযুক্ত করেন। 'আবওয়া'র যুদ্ধের অপর নাম 'ওদ্দান' এর যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব 'ওদ্দান' এর যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল কখনো তিনি স্বয়ং সাহাবীদের সাথে নিয়ে বের হতেন, আবার কখনো কোন সাহাবীর নেতৃত্বে কোন সৈন্যদল প্রেরণ করতেন। ঐতিহাসিকরা উভয় প্রকার অভিযানের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন। অতএব যে অভিযানে মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশ নিয়েছেন, ঐতিহাসিকরা সেটির নাম দিয়েছেন 'গাযওয়া' (বা যুদ্ধ)। আর যাতে তিনি (সা.) স্বয়ং অংশ নেন নি তার নাম দেয়া হয়েছে 'সারিয়্যা' বা 'বা'ছ' (বা অভিযান)। কিন্তু এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, গাযওয়া এবং সারিয়্যা উভয়টি নির্দিষ্টভাবে তরবারির যুদ্ধ হবে- এমনটি আবশ্যক নয়; অর্থাৎ তরবারির জিহাদের জন্যই বের হতে হবে-এটি আবশ্যক নয়। বরং প্রত্যেক সেই সফরকে গাযওয়া বলা হয় যাতে তিনি (সা.) যুদ্ধাবস্থায় অংশগ্রহণ করেছেন, সেটি বিশেষভাবে লড়াই বা যুদ্ধ করার মানসে করা না হলেও। একইভাবে প্রত্যেক সেই সফরকে ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় সারিয়্যা বা বা'ছ বলা হয় যা তাঁর (সা.) নির্দেশে কোন দল করেছে, সেটির উদ্দেশ্য লড়াই বা যুদ্ধ না হলেও। কিন্তু কতিপয় লোক না জানার কারণে সকল গাযওয়া এবং সারিয়্যাকে লড়াই বা যুদ্ধাভিযান ভেবে বসে, যা সঠিক নয়।

বলা হয়েছে যে, তরবারির জিহাদের অনুমতি হিজরতের দ্বিতীয় বছর সফর মাসে এসেছিল; পূর্বের বিভিন্ন খুতবায় এটি বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু কুরাইশদের রক্তপিপাসু ষড়যন্ত্র এবং তাদের ভীতিপ্রদ কর্মকাণ্ডের বিপরীতে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি (সা.) এ মাসেই মুহাজিরদের একটি দলকে সঙ্গে করে আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে মদিনায় খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্‌কে আমীর নিযুক্ত করেন আর মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মক্কার পথে যাত্রা করেন এবং অবশেষে ওদ্দান নামক স্থানে পৌঁছেন। এই বিবরণ পূর্বেও এসেছে যে, সেই অঞ্চলে বনু যামরা গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। এই গোত্রটি বনু কিনানা'র একটি শাখা ছিল,

এভাবে সম্পর্কের দিক থেকে তারা যেন কুরাইশদের চাচাতো ভাই ছিল। এখানে পৌঁছে মহানবী (সা.) বনু যামরা গোত্রের নেতার সাথে আলোচনা করেন এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের মাঝে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয় যার শর্ত ছিল এই যে, বনু যামরা মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতায় ইন্ধন যোগাবে না। মহানবী (সা.) যখন তাদেরকে অর্থাৎ বনু যামরাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করবেন তখন তারা তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দিবে। অপরদিকে তিনি (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার করেন যে, সকল মুসলমান বনু যামরার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে আর প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করবে। এই চুক্তি রীতিমত লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাতে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করে। পনের দিনের অনুপস্থিতির পর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। ওদ্দান এর যুদ্ধের অপর নাম আবওয়া'র যুদ্ধও বটে, কেননা ওদ্দান এর নিকটেই আবওয়া'র বসতি রয়েছে আর এই স্থানেই মহানবী (সা.)-এর শ্রদ্ধেয়া মাতার ইন্তেকাল হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এই যুদ্ধে বনু যামরার পাশাপাশি মক্কার কুরাইশদেরও মহানবী (সা.) দৃষ্টিপটে রেখেছিলেন। এর অর্থ হলো সত্যিকার অর্থে তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের ভয়ানক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করা আর সেই বিষাক্ত ও ভয়াবহ প্রভাব দূর করা, যা কুরাইশদের কাফেলা ইত্যাদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের গোত্রগুলোর মাঝে সৃষ্টি করছিল। কুরাইশরা বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করত এবং এ কারণে সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে, ওয়াকদী, মাদায়েনী এবং ইবনে কালবী'র মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক্ এবং ইবনে উকবা ও ইবনে সা'দ এর মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। যাহোক, এর একটি ব্যাখ্যা তাবাকাতুল কুবরা'র একটি বর্ণনা অনুযায়ী কিছুটা এরূপ যে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলেন, কিন্তু যাত্রা করার পূর্বে তাকে কুকুরে কামড়ায়। এ কারণে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ যদিও (প্রত্যক্ষ যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেন নি কিন্তু তিনি এর জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দকে বদরের যুদ্ধের গণিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে অংশ প্রদান করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) উহুদ ও পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। একটি রেওয়ায়েত এরূপও রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর কাছে ছিল। এটি আল্মুসতাদরেক-এর রেওয়ায়েত।

বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.) কে 'আযব' নামক তরবারি উপহারস্বরূপ প্রদান করেন আর মহানবী (সা.) এই তরবারি নিয়েই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ মহানবী (সা.)-কে উপহারস্বরূপ একটি গাধাও প্রদান করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে সাতটি বর্ম ছিল। সেগুলোর একটির নাম ছিল 'যাতুল ফুযুল'। সেটির দৈর্ঘ্যের জন্য এই নাম দেয়া হয়েছিল। আর এই বর্মটি হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে তখন প্রেরণ করেছিলেন যখন তিনি (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই বর্মটি লৌহ নির্মিত ছিল। এটিই সেই বর্ম ছিল যা মহানবী (সা.) আবু শাহ্ম নামক ইহুদির কাছে যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। আর যবের পরিমাণ ছিল ত্রিশ সা' এবং তা এক বছর সময়ের জন্য ঋণ হিসেবে নেয়া হয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে থাকত আর আনসারদের পতাকা থাকত হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর

কাছে। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) আনসারদের পতাকাতলে থাকতেন, অর্থাৎ শত্রুদের প্রবল ও তীব্র আক্রমণ আনসারদের ওপর হতো, কেননা, মহানবী (সা.) সেখানেই থাকতেন।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একটি গাধার ওপর আরোহণ করেন যার ওপর ফাদাক নির্মিত ছোট কম্বল বিছানো ছিল এবং তিনি হযরত উসামা বিন যায়েদকে নিজের পিছনে বসিয়ে নেন। তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। সেসময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ অসুস্থ ছিলেন এবং বনু হারেস বিন খাযরাজ এর পাড়ায় ছিলেন। এই ঘটনা বদরের যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। হযরত উসামা বলতেন, পথ চলতে চলতে তিনি (সা.) এমন একটি বৈঠকের পাশ দিয়ে যান যাতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলও ছিল। এটি তখনকার ঘটনা যখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল মুসলমান হয় নি, আর এটি সেই একই ঘটনা যাতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল মহানবী (সা.)-এর সাথে চরম বেয়াদবি বা অশিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিল। যাহোক, তিনি (সা.) যখন নিজ বাহনে বসে যাচ্ছিলেন তখন ধূলা উড়ে সেই বৈঠকের ওপর গিয়ে পড়ে, তারা হয়ত রাস্তার পাশে বসেছিল। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল তার চাদর দিয়ে নিজের নাক ঢাকে এবং বলে, আমাদের ওপর ধূলা উড়িও না। মহানবী (সা.) তাদেরকে আস্সালামু আলাইকুম বলেন এবং থামেন। সে যখন এই কথা বলে তখন মহানবী (সা.) নিজের বাহন দাঁড় করান এবং 'আস্সালামু আলাইকুম' বলেন আর গাধার ওপর থেকে নামেন। তিনি (সা.) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বলে, ওহে! তুমি যে কথা বলছ এর চেয়ে ভালো কোন কথা হয় না? যদি এটিই তোমার বক্তব্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বৈঠকে এসে (এমন কথা শুনিয়ে আমাদের) কষ্ট দিও না। এসব কথা বলার জন্য আমাদের বৈঠকে আসার কোন প্রয়োজন নেই আর (এই ঘটনা পূর্বেও আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।) নিজ গৃহে ফিরে যাও। যে তোমার কাছে আসে তাকে শুনাও। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি (পূর্বেই) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং সাহাবী ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, না, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের বৈঠকে এসেই আপনি আমাদের পাঠ করে শোনান, আমরা এটি পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদিরা পরস্পরকে বকাঝকা আরম্ভ করে। তারা পরস্পরের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অবশেষে তারা বিরত হয়। এরপর মহানবী (সা.) নিজ পশু অর্থাৎ বাহনে বসে চলে যান। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্র কাছে যান। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, সা'দ! তুমি কি শুনেছ আবু হুবাব কী বলেছে? তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে বুঝাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমাকে এই এই কথা বলেছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং উপেক্ষা করুন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এখন আল্লাহ্ তা'লা সেই সত্য এখানে নিয়ে এসেছেন যা তিনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এখানকার অধিবাসীরা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা যখন আপনাকে প্রদত্ত সত্যের কারণে এটি পছন্দ করেননি তখন সে বিদ্বেষের অনলে পুড়তে থাকে আর একারণে সে এমনটি করেছে যা আপনি দেখেছেন। অর্থাৎ সে নেতা হতে যাচ্ছিল কিন্তু আপনার আগমনে তার নেতৃত্ব খর্ব হয়। তাই সে আপনার প্রতি বিদ্বেষ এবং হিংসা পোষণ করে সেসব কথা বলেছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) তাকে উপেক্ষা করেন। তিনি (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের উপেক্ষা করতেন আর তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করতেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে তাদের পক্ষ থেকে তোমরা অবশ্যই অনেক মর্মপীড়াদায়ক কথা শুনবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করলে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করলে নিশ্চয়ই তা হবে সাহসিকতার কাজ।

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (সূরা আল্ বাকারা: ১১০)

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্য থেকে অনেকেই তাদের কাছে সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষের কারণে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদের কাফিররূপে ফিরিয়ে নিতে চায়! তাই তুমি (তাদের সম্পর্কে) আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত (তাদের) মার্জনা কর এবং তাদেরকে উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মহানবী (সা.) ক্ষমা করাকেই সর্বোত্তম মনে করতেন, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে মহানবী (সা.) বদরের প্রান্তরে কাফিরদের মোকাবিলা করেন এবং এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা কাফির কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের ভবলীলা সাঙ্গ করেন। এ চিত্র দেখে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলসহ তার সঙ্গে থাকা মুশরিক ও মূর্তিপূজারীরা বলতে থাকে, এখন তো এই জামা'ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কাফিরদের এই পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মে এবং তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ইসলাম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে বয়আত করে মুসলমান হয়ে যায়।

বদরের প্রান্তরে মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) যে কথা বলেছিলেন সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে আর তা হলো, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের আসার সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) পরামর্শ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) কথা বলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তার কথা উপেক্ষা করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) কথা বলেন অর্থাৎ পরামর্শ দিতে চাইলে মহানবী (সা.) তাকেও উপেক্ষা করেন। অতঃপর হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন আর আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদেরকে ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তাহলে আমরা তা-ই করব। আপনি যদি আমাদের বারকুল কিমাদ (এটি ইয়ামেনের একটি শহরের নাম যা মক্কা থেকে পাঁচ রাতের দুরত্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত) পর্যন্ত গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বলেন তবে আমরা অবশ্যই তা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) সবাইকে ডাকেন এবং যাত্রা করেন আর বদরের প্রান্তরে গিয়ে অবতরণ করেন। অর্থাৎ এ কথা শুনে মহানবী (সা.) তাঁর সাথিদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে বদরের প্রান্তরে পৌঁছেন। সেখানে কুরাইশদের পানি সংগ্রহকারীরা আসে এবং তাদের মাঝে বনু হাজ্জাজ গোত্রের কৃষ্ণাঙ্গ এক যুবকও ছিল। তারা তাকে পাকড়াও করে, অর্থাৎ মুসলমানরা তাকে ধরে ফেলে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তার কাছে আবু সুফিয়ান ও তার সাথিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকে, কেননা প্রথমে এটিই জানা গিয়েছিল যে, আবু সুফিয়ান তার এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছে। যাহোক, উত্তরে সে এ কথাই বলতে থাকে যে, আমি আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে কিছুই জানি না কিন্তু আবু জাহল এবং উতবা ও শায়বা আর উমাইয়া বিন খালফরা নিশ্চিতভাবে সেখানে বসে আছে। যখন সে একথা

বলে তখন তারা তাকে মারধর করে। এতে সে বলে, ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে বলছি, আবু সুফিয়ানও তাদের মাঝে রয়েছে। তারা যখন তাকে ছেড়ে দেয় এবং পুনরায় জিজ্ঞেস করে তখন সে বলে, আবু সুফিয়ানের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই তবে আবু জাহল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়া বিন খালফ তাদের মাঝে উপস্থিত আছে। অর্থাৎ বদরের প্রান্তরে যে সেনাদল এসেছে এবং অবস্থান করছে তাদের মাঝে এরা রয়েছে, কিন্তু আবু সুফিয়ান নেই। যখন সে একথা বলে, তখন তারা তাকে পুনরায় প্রহার করে। মহানবী (সা.) সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি (সা.) এরূপ অবস্থা দেখে সালাম ফিরান এবং বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, সে যখন তোমাদেরকে সত্য বলে তখন তোমরা তাকে প্রহার কর, আর সে যখন তোমাদের মিথ্যা বলে, তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, এই ছেলে যা বলছে, ঠিক বলছে। এরপর তিনি (সা.) আরো বলেন, এটি অমুকের লাশ পড়ার স্থান। অর্থাৎ সেই শত্রুদের নাম উল্লেখ করে বলেন যে, বদরের প্রান্তরের এখানে অমুকের লাশ পড়ে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) মাটিতে নিজের হাত রেখে বলছিলেন, এই এই স্থানে (অমুক নিহত হবে)। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে এক জনও নিজের স্থান থেকে এদিক সেদিক হয় নি অর্থাৎ শত্রু যারা ছিল তারা সেখানে পড়েই নিহত হয় যে স্থানটি মহানবী (সা.) হাত দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধের পূর্বে এক শুক্রবার সন্ধ্যায় হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মসজিদে নববীতে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর দ্বারে সকাল পর্যন্ত পাহারা দিতে থাকেন। মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে যাত্রা করেন আর নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন, ধনুক কাঁধে নেন এবং হাতে বর্শা ধারণ করেন তখন উভয় সা'দ, অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) উভয়ে তাঁর (সা.) সম্মুখে দৌড়াতে থাকেন। এ উভয় সাহাবী বর্ম পরিহিত ছিলেন আর অন্যরা মহানবী (সা.)-এর ডানে এবং বামে ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উহুদের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি বড় দলের সাথে আসরের নামাযের পর মদিনা থেকে রওয়ানা হন। অওস এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) তাঁর বাহনের সামনে আস্তে আস্তে দৌড়াচ্ছিলেন আর অন্য সাহাবীরা তাঁর (সা.) ডানে, বামে এবং পেছনে হাঁটছিলেন। উহুদের যুদ্ধের সময় যে সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর পাশে অবিচলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ তাদের অন্যতম। মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধশেষে ইদনায় প্রত্যাবর্তন করেন আর নিজের ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন তখন তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র সহায়তায় নিজ-গৃহে প্রবেশ করেন। তিনি আহত ছিলেন, তাই এ অবস্থায় অবতরণের সময় এ দু'জনের সহায়তা নেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধাভিযানে আমাদের মূল পাথেয় ছিল খেজুর। হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধাভিযান তৃতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কুরাইশ বাহিনী রওহা নামক স্থানে অবস্থান নেয় যা মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে তাদের অর্থাৎ কুরাইশদের এই ধারণা হয় যে, মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাই ফিরে গিয়ে মদিনায় অতর্কিত আক্রমণ করা উচিত, তাহলে মুসলমানরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না কেননা তাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অপরদিকে মহানবী (সা.) কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হন এবং হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। অর্থাৎ তিনি (সা.)ও অবগত হন যে, কুরাইশদের এরূপ দুরভিসন্ধি রয়েছে তখন তিনি (সা.) বলেন, চলো, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। হামরাউল আসাদ মদিনা থেকে 'যুল হুলায়ফা'র দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মহানবী (সা.)-এর এই আগমন সংবাদ জানার পর কুরাইশ

বাহিনী মক্কা অভিমুখে পলায়ন করে। অর্থাৎ তারা যখন দেখে যে, মুসলমানরা দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে তখন তারা পালিয়ে যায়। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) তখন ৩০টি উট এবং অনেক খেজুর নিয়ে আসেন যা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল– এটি বর্ণনাকারী লিখেছেন। তিনি উটও নিয়ে এসেছিলেন যা কোন দিন ২টি আবার কোন দিন ৩টি করে জবাই করা হতো এবং সেগুলোর মাংসই খাওয়া হতো।

চতুর্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে যখন বনু নযীর-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন মহানবী (সা.) ইহুদিদের বনু নযীর গোত্রের দুর্গগুলোকে ১৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে খায়বারের দিকে দেশান্তরিত করেছিলেন। এ সময় গণিমতের মাল অর্জিত হলে মহানবী (সা.) হযরত সাবেত বিন কায়েসকে ডেকে বলেন, তোমার জাতির লোকদের আমার কাছে ডেকে আন। হযরত সাবেত বিন কায়েস নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শুধু কি খাযরাজ গোত্রকে (ডাকব)? তিনি (সা.) বলেন, না, সকল আনসারকে ডাক। অতএব তিনি (রা.) অওস ও খাযরাজ গোত্রকে তাঁর (সা.) সমীপে ডেকে আনেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার যথাযথ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। অতঃপর তিনি (সা.) আনসারদের সেসব অনুগ্রহের উল্লেখ করেন যা তারা মুহাজিরদের প্রতি করেছেন। অর্থাৎ কীভাবে তারা মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তা বর্ণনা করেন। যেমন, আনসাররা মুহাজিরদেরকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা চাইলে আমি বনু নযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বা 'ফ্যায়' অর্থাৎ সেই গণিমতের মাল যা কাফিরদের কাছ থেকে কোন যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানরা লাভ করেছে, তা আমি তোমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে সম-বণ্টন করে দিব। এ অবস্থায় মুহাজিররা পূর্বের ন্যায় তোমাদের বাড়িতে ও সম্পদে (অংশীদার) থাকবে অথবা তোমরা চাইলে এই সম্পদ আমি শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিব, অর্থাৎ অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করা হলে তোমরা যেভাবে পূর্বে তাদের অর্থাৎ মুহাজিরদের সাথে ব্যবহার করে আসছ সেভাবেই করতে থাকবে, তারা তোমাদের বাড়িতেই থাকবে, ভ্রাতৃত্ববন্ধনও বজায় থাকবে, যেভাবে এখন এই বন্ধন রয়েছে। কিন্তু তোমরা চাইলে এই সম্পদ আমি শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিব যার ফলে তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে, পুরো সম্পদ তারা লাভ করবে কিন্তু এরপর তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে আর তখন তোমাদের ঘরে থাকার কোন অধিকার তাদের আর থাকবে না যা ইতিপূর্বে ছিল। এতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) উভয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই সম্পদ মুহাজিরদের মাঝেই বণ্টন করে দিন আর তারা আমাদের বাড়িতে ঠিক সেভাবেই থাকবে যেভাবে পূর্বে ছিল, আমাদের (সম্পদের) কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এই পুরো সম্পদ তাদের মাঝেই বিতরণ করে দিন, আনসারদের দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের যে অধিকার রয়েছে, অর্থাৎ আনসার এবং মুহাজিরদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে উঠেছে, আমাদের বাড়িতে তাদের যাতায়াত করার এবং অবস্থান করার যে অধিকার রয়েছে তা-ও ঠিক সেভাবেই বহাল থাকবে। আর আনসাররা উচ্চস্বরে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা এতে একমত বা সন্তুষ্ট আর আমাদের জন্য এটি শিরোধার্য। এতে মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আনসার এবং আনসারদের ছেলেদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর।

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে ফ্যায়-এর যে সম্পদ দান করেছেন তা তিনি মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করেন এবং আনসারদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবী ব্যতীত অন্য কাউকে কিছু দেন নি। উক্ত দু'জন আনসার সাহাবী অভাবগ্রস্ত ছিলেন। তারা দু'জন হলেন, হযরত সাহাল বিন হুনায়েফ (রা.) এবং হযরত আবু দজানা (রা.)। এছাড়া তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে আবু হুকায়েক এর তরবারি প্রদান করেন।

হযরত সা'দ (রা.)'র মাতা হযরত হামরা বিনতে মাসঊদ, যিনি মহিলা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার মৃত্যু সে সময় হয়েছিল যখন মহানবী (সা.) দুমাতুল জান্দাল-এর যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন। পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল। হযরত সা'দ (রা.) এই যুদ্ধে তাঁর (সা.) সাথে একই বাহনে ছিলেন। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর মায়ের ইন্তেকাল তখন হয়েছিল যখন মহানবী (সা.) মদিনার বাহিরে ছিলেন। সা'দ (রা.) নিবেদন করেন, আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে আর আমি চাই যে, আপনি তার জানাযার নামায পড়ান। তিনি (সা.) জানাযার নামায পড়ান, যদিও তার মৃত্যুর তখন একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ একমাস পরে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সা'দ বিন উবাদাহ্ মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি মানতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যা তার মায়ের পক্ষ থেকে ছিল আর তিনি তা পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ কর। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন আর নিবেদন করেন, আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, তিনি ওসীয়্যত করেন নি, আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা দেই তাহলে তা তার কোন উপকারে আসবে কী? মহানবী (সা.) বলেন, অবশ্যই। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, কোন্ ধরনের সদকা আপনার অধিক পছন্দ? তিনি (সা.) বলেন, **'পানি পান করাও'**। মনে হয় সে সময় পানির সঙ্কট ছিল, (পানির) অনেক প্রয়োজন ছিল। যাহোক, একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তখন হযরত সা'দ (রা.) একটি কূপ খনন করান আর বলেন, এটি উম্মে সা'দের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ তার নামে তা চালু করেন।

আল্লামা আবু তাইয়্যেব শামসুল হক আজীমাবাদী আবু দাউদের ব্যাখ্যা বা ভাষ্যে লিখেন, মহানবী (সা.) এই যে বলেছেন সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো পানি অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, **পানি পান করাও**- এর কারণ এটিই ছিল যে, সে দিনগুলোতে পানির সঙ্কট ছিল। সার্বিকভাবে পানির প্রয়োজন সব জিনিসের তুলনায় সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এরপর আরো লিখেন, পানি সদকা করার কথা তিনি (সা.) শ্রেয় আখ্যা দিয়েছেন কেননা, এটি ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াদির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর জিনিস, বিশেষভাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে সেই অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (সূরা আল্ ফুরকান: ৪৯) অর্থাৎ আমরা আকাশ থেকে পবিত্র পানি অবতীর্ণ করেছি। গরমের তীব্রতার কারণে মদিনায় পানি অনেক মূল্যবান জিনিস ছিল, সাধারণ প্রয়োজন এবং পানির সঙ্কটের কারণে পানিকে অনেক মূল্যবান মনে করা হতো। অবশ্য পানিকে আজও মূল্যবান মনে করা হয়। এর জন্য বা এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকার বলতে থাকে (আর এ দিকে) দৃষ্টিও রাখা উচিৎ। যাহোক, শুধুমাত্র পানির কূপ খনন করিয়েই তিনি ক্ষান্ত দেন নি; হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.), যিনি বনু সায়েদার সদস্য ছিলেন, তার মা মারা যাওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন আর সে সময় আমি তার নিকট উপস্থিত ছিলাম না (ফিরে আসার পর জেনে থাকবেন। প্রথমে সম্ভবত আমি বলে দিয়েছিলাম সফরের সময় জেনেছেন অথবা ফিরে আসার পর জানতে পারেন।) যাহোক, তিনি উপস্থিত ছিলেন না এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসেন এবং নিবেদন করেন, আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই আমি তার পক্ষ থেকে কিছু সদকা করলে তা

তার কল্যাণে আসবে কী? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ (অবশ্যই)। তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, মিখরাফ নামে আমার একটি বাগান রয়েছে যা আমি তার পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ দিচ্ছি। তিনি সদকা-খয়রাত এবং দরিদ্রদের সাহায্যের ক্ষেত্রে খুবই উদারমনা ছিলেন আর অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তার স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে আর তা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।